আমাদের দেশে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আছে তবে এটা কুটির শিল্প পর্যায়ের

হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম

হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম বাংলাদেশ সফটওয়্যার শিল্পের এক উজ্জ্বল নাম। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর সভাপতি এবং দেশের শীর্ষ স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানী টেকনোহেভেন কোম্পানী লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নেয়ামুল করিম দেশের সফটওয়্যার শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। ইত্তেফাক তথ্য প্রযুক্তির পক্ষে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেনঃ মারুফ হোসেন।

হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম, সভাপতি -বাংলাদেশ সফট্‌ওয়্যার সমিতি (বেসিস)

হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম ১৯৭৭ সালের ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি ও ১৯৭৯ সালে ঐ একই প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পাস করে বুয়েটে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে চলে যান এবং ১৯৮৪ সালে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন করে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮৬ সালে তিনি আরো কয়েকজন তরুণ প্রযুক্তিবিদকে নিয়ে টেকনোহেভেন নামক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান চালু করেন। কোম্পানী হিসেবে গড়ে তোলেন। ১৯৯৮ সালে বেসিস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

ইত্তেফাকঃ বেসিস কবে গঠিত হয়? বেসিসের কর্মকান্ড আমাদের তেমন একটা চোখে পড়ে না কেন?

নেয়ামুল করিমঃ আমরা যদিও ৯২-৯৩ সাল থেকে একটি সংগঠন তৈরির চেষ্টা করছিলাম, তবে ৯৭ সালে আমরা সংগঠন দাঁড় করাতে সক্ষম হই। এবং ৯৮ সালে আমরা বেসিস রেজিস্ট্রেশন করি। বর্তমানে বেসিসের সদস্য সংখ্যা ৮৫। বেসিসের পক্ষ থেকে আমরা একাধিক আন্তর্জাতিক সেমিনার করি বিভিন্ন সময়। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের কর্মসূচীগুলো মিডিয়াতে ঠিকমত আসেনি। আসলে আমরাই মিডিয়াকে সেইভাবে জড়িত করিনি।

ইত্তেফাকঃ আমাদের দেশে কি আদৌ সফটওয়্যার শিল্প বলে কিছু আছে?

নেয়ামুল করিমঃ ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প একটা অর্থনৈতিক শব্দ। ইন্ডাস্ট্রি একটি ইকনমিক সেক্টর-ইন্ডাস্ট্রি বলতে কারখানাকে বোঝানো হয়। আর আইটি'র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আইটি ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়। সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমাদের দেশে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আছে। প্রচুর পরিমাণেই আছে। তবে এটা কুটির শিল্প পর্যায়ের। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীগুলোতে ১-২ জন প্রোগ্রামার আছে। সবচেয়ে বড় কোম্পানীগুলোতেও ১০ জনের বেশি প্রোগ্রামার নেই। তবে এই ব্যর্থতা আমাদের নয়। এটা দেশের ব্যর্থতা। দেশ সেরকম বড় আকারের কাজ দিচ্ছে না। ফলে কোম্পানীগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে প্রোগ্রামার নিচ্ছে না। কাজ না থাকলে তো এতো টাকা দিয়ে এতগুলো প্রোগ্রামার রাখা সম্ভব নয়।

ইত্তেফাকঃ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে বাংলাদেশ কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে?

নেয়ামুল করিমঃ একদিক থেকে দেখলে ভালো। অন্যদিক থেকে দেখলে খারাপ। ভারতেও শুরুর দিকে কোন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়নি। অথচ আমরা প্রায় প্রথম থেকেই একাধিক এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি। আমাদের দেশে প্রায় ১২টি কোম্পানী ব্যাংকিং সফটওয়্যার তৈরি করেছে। এদের মধ্যে কয়েকটি রপ্তানিও হয়েছে। ব্যাংকিং ছাড়াও এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, একাউন্টিং, রেস্টুরেন্ট বিলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। আর ব্যর্থতার কথা বলতে গেলে বলব যে, এ ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারি না। আমাদের সরকার সেটা পারেনি। আমাদের বেসরকারী খাতও এটা পারেনি। এটা সবারই ব্যর্থতা। অনেকেই এটাকে বেসিসের ব্যর্থতা বলে দাবী করে। আমি এটাকে অস্বীকার করতে পারি না। আমরা হয়ত নিজেদের ঠিকমত তুলে ধরতে পারছি না। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে এমন ঘটনা ঘটছে যে, অনেক বেশি টাকা খরচ করে বিদেশীদের কাছ থেকে তারা নিম্নমানের সিস্টেম কিনছে। এমন ঘটনা ঘটেছে যে, ভারতে যে সফটওয়্যার ২ কোটি টাকায় পাওয়া যায়, বাংলাদেশের কোন কোন ব্যাংক সে সফটওয়্যার ৫-৭ কোটি টাকায় কিনেছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে মুক্ত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করি। অথচ সেদেশে সরকারী কোন টেন্ডারে ৫১% মার্কিন মালিকানা না থাকলে কোন প্রতিষ্ঠান বিড করতে পারে না। অথচ আমাদের দেশে তার উল্টো ঘটনা ঘটছে।

ইত্তেফাকঃ কিছুদিন আগে বেসিসের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রায় ৫ বিলিয়ন টাকার সফটওয়্যার রপ্তানি করা হয়েছে। এটা নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। এই তথ্যগুলোর সূত্র কী? আর তথ্যে ভুল থাকলে প্রকৃত তথ্য কোনটি?

নেয়ামুল করিমঃ বেসিসের তথ্যে টাকার যে পরিমাণ বলছেন- তাতে কিছু ভুল আছে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোন সার্ভে করা হয়নি। যেটা করা হয়েছে, তা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারীভাবে এই সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস এক্সপোর্ট বাবদ আমরা যে টাকাটা পাই, সেই টাকার পরিমাণ থেকে দেখা গেছে, এই বছর প্রায় ২৫-৩০ কোটি টাকার সরকারীভাবে আসছে। আর জে আর সি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারীভাবে এ খাত থেকে আয়ের যে পরিমাণ দেখানো হয়, প্রকৃত আয় তার চেয়ে ৬ গুণ। ফলে ২৫ কোটিকে ৬ গুণ করে টাকার পরিমাণ বলা হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা। ৬ গুণ বলার পেছনের কারণ হলো, যেহেতু আমাদের মূল কাজ বাইরের, তাই বাইরে মার্কেটিং বাবদ আমাদের বড় অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। দেশের চেয়ে বিদেশে খরচটা বেশি। অন্যদিকে, আমরা যে টাকা আয় করি, তার মাত্র ৪০ ভাগ ডলারে রাখা সম্ভব। বাকি ৬০ ভাগ তাৎক্ষণিকভাবে টাকায় কনভার্ট করতে হয়। অথচ আমাদের ৬০-৮০ ভাগ টাকাই খরচ হয় বাইরে। ফলে খরচের জন্য আমার কিছু টাকা ডলারে কনভার্টের প্রয়োজন হয়-যেটা আমাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে অনেকেই আয় কম দেখিয়ে টাকা বাইরেই রেখে দেন। এজন্য আমরা সরকারের কাছে আইটি সেক্টরে ৮০ শতাংশ রিটেনশন সুবিধা চেয়েছিলাম।

ইত্তেফাকঃ ভারতে কম্পিউটার সামগ্রীর উপর ট্যাক্স থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। কেন?

নেয়ামুল করিমঃ একটা ব্যাপার আমার মনে হয় সবারই বোঝা উচিত। কম্পিউটারের উপর ট্যাক্স শূন্য করা হলেই যে আইটিতে বড় ধরনের জোয়ার আসবে এটা ভাবা ঠিক না। এটা সফটওয়্যার শিল্পের জন্য একটা পরোক্ষ সুবিধা আনবে। এর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সফটওয়্যার শিল্পের উপর পড়বে না। আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীও বলেছিলেন, 'আপনাদের তো ট্যাক্স শূন্য করে দেয়া হয়েছে। তারপরও সফটওয়্যার রপ্তানি তো বাড়ছে না? বর্তমান অর্থমন্ত্রীও শূন্য করে দেয়ার পর বলেছিলেন, 'আমি চাই আপনারা ১০০০ কোটি টাকার সফটওয়্যার রপ্তানি করবেন ৪ বছরে।'এটা কিন্তু তারা ঠিকভাবে দেখছেন না।

ইত্তেফাকঃ গত কয়েক বছরে পিসি বিক্রি অনেক বেড়েছে। তার কোন শুভ প্রভাব আমরা পেয়েছি কী?

নেয়ামুল করিম ঃ হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে হাতে হাতে কম্পিউটার গেছে তার ফলে কিছু সুফল আমরা পাচ্ছি। এখন হাতে হাতে কম্পিউটার যাচ্ছে বলেই, তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। তবে এই উৎসাহ বাড়ার ফলে প্রচুর ছেলে যেমন আইটিতে আসছে, তারা যদি পড়া শেষে উপযুক্ত চাকরি না পেয়ে বেকার ঘুরে বেড়ায় তবে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছুই হতে পারে না।

ইত্তেফাকঃ প্রচুর দেশী-বিদেশী ট্রেনিং কোম্পানী এখানে প্রোগ্রামার তৈরির জন্য প্রশিক্ষন দিচ্ছে। এদের কোন সুফল আপনারা পাচ্ছেন কি?

নেয়ামুল করিমঃ এটা আসলে খুব জটিল একটা বিষয়। এসব প্রতিষ্ঠানে মূলতঃ খুব ভাল ছাত্ররা ভর্তি হয় না। তারা দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হয় তাদের অনেকেই কষ্টে-সৃষ্টে এসএসসি, এইচএসসি পাস করে আসে। মধ্যমমানের বা নিম্নমানের ছাত্ররা যাদের গণিতের ভিত শক্ত না, তাদের এই সেক্টরে না আসাই ভাল। শোনা যায়, অনেকেই গ্রামে জমি বিক্রি করে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসে। কিন্তু এসব মানের ছাত্ররা এসব প্রতিষ্ঠানে টাকা নষ্ট না করে, কিভাবে এসএসসি, এইচএসসিতে সত্যিকারভাবে কিছু শেখা যায় সে ব্যবস্থা করুক-ভাল শিক্ষকের কাছে যাক। কিন্ত ট্রেনিং সেন্টারের সার্টিফিকেটই সব নয়।

ইত্তেফাকঃ আমাদের দেশের সফটওয়্যারের বাজার কেমন? সরকার বা বেসিস এ ব্যাপারে কী ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে?

নেয়ামুল করিমঃ আমাদের দেশে তেমন কোন বাজার নেই। ভারত যেখানে বিদেশে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে সেখানে তাদের লোকাল মার্কেট ২.৫-৩ মিলিয়ন ডলারের। নাসকমের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের লোকাল মার্কেট ১২ হাজার কোটি রূপী। বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি ভারতের ১০ ভাগের ১ ভাগও হয় তবে বাংলাদেশের লোকাল মার্কেট কমপক্ষে ১২ শত কোটি টাকা তো হওয়াই উচিত। কিন্তু সেটা নেই। এমনকি ৫০ কোটি টাকারও নেই। আমরা বিদেশে রপ্তানি করি ১৫০ কোটি টাকা, অথচ দেশের বাজার ৫০ কোটি টাকারও নেই। দেশে বাজার তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের অনেক ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের একটি বাজার তৈরি করা সম্ভব নয়।

ইত্তেফাকঃ আমাদের দেশের সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশে প্রধান অন্তরায় কী?

নেয়ামুল করিমঃ প্রধান অন্তরায় পৃষ্ঠপোষকতায়। সব দিক থেকেই আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। আমরা নিজেরা নিজেদের সফটওয়্যার কিনছি না। নিজেদের সফটওয়্যারকে উৎসাহ দিচ্ছি না। আরেকটি বড় অন্তরায় সফটওয়্যার কপিরাইট আইন। এটিকে কার্যকর করতে হবে। বহু কোম্পানী বাংলা সফটওয়্যার করেছে। সেই সফটওয়্যার বাজারে আসামাত্র কপি হয়েছে। যারা তৈরি করছে তারা এত মেধা ও শ্রম দেয়া সত্ত্বেও এই পাইরেসীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেননা, আমাদের দেশে কপিরাইট আইন থাকা সত্ত্বেও সেটি কার্যকর নয়। ❑